ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 014 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ০১৪ ● কলকাতা ● ২৯ পৌষ, ১৪৩২ ● বুধবার ● ১৪ জানুয়ারি ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

পর্ব 173

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

অতীতকালের এইসব ক্ষতকে খুঁচিয়েও অনেক লোক আনন্দ পায়।

খারাপ ঘটনাকে স্মরণ করতে থাকে আর দুঃখ পেতে থাকে। আর ঐ দুঃখতে আনন্দ মেলে এই আনন্দ যে আমরা জীবনে কত প্রগতি করেছি। প্রথমে আমরা কি ছিলাম, আর কোথা থেকে কোথায় পৌঁছে গেছি। এক কাঙ্গাল থেকে রাজা বনে গেছি। **ক্রমশঃ**

ভোটের আগে পুলিশে রদবদল: 'ঘরের জেলায়' থাকা যাবে না, নবান্নে চিঠি পাঠাল কমিশন

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আসন্ন পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভা নির্বাচনকে সামনে রেখে রাজ্যের পুলিশকর্মীদের বদলি নিয়ে নির্দেশিকা জারি করল নির্বাচন কমিশন।সেই নির্দেশ কার্যকর করতে রাজ্য সরকারের স্বরাষ্ট্র দফতরের কাছে চিঠি পাঠিয়েছে পশ্চিমবঙ্গের মুখ্য নির্বাচনী আধিকারিকের দফতর।কমিশনের পুরনো নির্দেশিকা অনুসারে, রাজ্যের সব নির্বাচনী দায়িত্বপ্রাপ্ত আধিকারিককে নির্দিষ্ট ফরম্যাটে ঘোষণা দিতে হবে— তাঁদের কোনও প্রার্থী বা শাসকদলের গুরুত্বপূর্ণ নেতার সঙ্গে আত্মীয়তার সম্পর্ক নেই এবং তাঁদের বিরুদ্ধে কোনও ফৌজদারি মামলা বিচারাধীন নয়। ভুল তথ্য দিলে কড়া বিভাগীয় ব্যবস্থা নেওয়া হবে।

এরপর ৬ পাতায়

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইনস্টিটিউট

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

বারাসতে নিপা আতঙ্ক: দুই স্বাস্থ্যকর্মী আক্রান্ত, উদ্বিগ্ন কেন্দ্র ও রাজ্য

বেবি চক্রবর্তী

উত্তর ২৪ পরগনার বারাসতের একটি বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত দুই স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে নিপা ভাইরাসের সংক্রমণ ধরা পড়ায় রাজ্যজুড়ে স্বাস্থ্য সতর্কতা জারি হয়েছে। প্রাথমিকভাবে কল্যাণী এইমস-এর ভাইরাস রিসার্চ অ্যান্ড ডায়াগনস্টিক ল্যাবরেটরিতে পরীক্ষায় তাঁদের রিপোর্ট পজিটিভ আসে। চূড়ান্ত নিশ্চিতকরণের জন্য নমুনা পাঠানো হয়েছে পুনের ন্যাশনাল ইনস্টিটিউট অব ভাইরোলজি (NIV)-তে ।

রাজ্য স্বাস্থ্য দফতর সূত্রে জানা গিয়েছে, আক্রান্ত দু'জনই একই বেসরকারি হাসপাতালে কর্মরত—একজন পুরুষ ও একজন মহিলা স্বাস্থ্যকর্মী। তাঁদের অবস্থা আশঙ্কাজনক বলে জানা যাচ্ছে এবং আইসোলেশন ওয়ার্ডে চিকিৎসা চলছে। একজনের বাড়ি নদিয়া জেলায় এবং অপরজনের বাড়ি পূর্ব বর্ধমানের কাটোয়া এলাকায়। এই কারণে উত্তর ২৪ পরগনা, নদিয়া ও পূর্ব বর্ধমান—এই তিন জেলাতেই নজরদারি জোরদার করা হয়েছে । এছাড়াও পরিস্থিতির গুরুত্ব বিবেচনা করে কেন্দ্রীয় সরকারও তৎপর।

এরপর কেন্দ্রীয় স্বাস্থ্যমন্ত্রী জে পি নাড্ডা ফোনে মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের সঙ্গে কথা বলেন এবং সবরকম সহযোগিতার আশ্বাস দেন। পাশাপাশি কেন্দ্রের তরফে একটি জাতীয় যৌথ আউটব্রেক রেসপন্স টিম পশ্চিমবঙ্গে পাঠানো হচ্ছে। এই দলে NIV পুনে, NIE চেন্নাই, AIIMS কল্যাণী সহ একাধিক কেন্দ্রীয় প্রতিষ্ঠানের বিশেষজ্ঞরা রয়েছেন । চিকিৎসকদের মতে, নিপা ভাইরাসে আক্রান্ত হলে শরীরে প্রবেশের ৪ থেকে ১৪ দিনের মধ্যে উপসর্গ দেখা দিতে পারে। জ্বর, মাথা ও শরীর ব্যথা, বমিভাব, গলা ব্যথা, খিঁচুনি, অজ্ঞান হয়ে যাওয়া, শ্বাসকষ্ট ও স্নায়বিক সমস্যা—এই উপসর্গগুলোই সবচেয়ে বেশি লক্ষ্য করা যায়। বর্তমানে এই রোগের কোনও নির্দিষ্ট চিকিৎসা বা টিকা নেই। তাই প্রতিরোধই একমাত্র উপায় বলে জানাচ্ছেন বিশেষজ্ঞরা।

চিকিৎসক সুবর্ণ গোস্বামীর মতে, গ্রামাঞ্চলে নিপা ভাইরাস সম্পর্কে সচেতনতার অভাব রয়েছে। বাদুড় থেকেই মূলত এই রোগ ছড়ায় বলে জানা গেলেও, এই দুই স্বাস্থ্যকর্মীর শরীরে ঠিক কীভাবে ভাইরাস প্রবেশ করল, তা এখনও স্পষ্ট নয়। রাজ্য প্রশাসনের তরফে কন্ট্যাক্ট ট্রেসিং শুরু হয়েছে এবং হাসপাতালের অন্যান্য চিকিৎসক ও নার্সদেরও পর্যবেক্ষণে রাখা হয়েছে ।

ঝাড়খণ্ডে মিষ্টি খেতে গিয়ে বিপত্তি, ছয় দিনের মাথায় ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার পাঁচ

অরূপ ঘোষ, ঝাড়গ্রাম

প্রযুক্তির যুগে অপরাধ করেও যে ডিজিটাল প্রমাণ এড়ানো প্রায় অসম্ভব, ফের তারই প্রমাণ মিলল ঝাড়গ্রাম জেলায়। নিখুঁত ছক কষে ছিনতাই চালালেও একটি ফোন-পে লেনদেনই শেষ পর্যন্ত দুষ্কৃতিদের ধরে ফেলতে সাহায্য করল পুলিশকে। জামবনী থানার তৎপরতায় মাত্র ছয় দিনের মধ্যেই গ্রেফতার হলো পাঁচ অভিযুক্ত। ছিনতাইয়ের পর কোনো প্রমাণ না রাখার পরিকল্পনা থাকলেও শেষ পর্যন্ত একটি মাত্র ডিজিটাল ক্লুতেই ধরা পড়ে গেল দুষ্কৃতিরা।

ছিনতাইয়ের টাকা নিয়ে চম্পট দেওয়ার পর ঝাড়খণ্ডের একটি মিষ্টির দোকানে ফোন-পে-র মাধ্যমে টাকা মেটানোই কাল হয়ে দাঁড়ায় অভিযুক্তদের। ওই সূত্র ধরেই তদন্তে বড় সাফল্য পায় জামবনি থানার পুলিশ। ঘটনাটি ঘটে গত ৬ জানুয়ারি। জামবনির চুটিয়া এলাকায় সিএসপি-র জন্য

এরপর ৩ পাতায়

নাগরিকত্ব প্রদান ক্যাম্প বন্ধ করে দিল বিজেপি, এসআইআর পর্বে জোর ধাক্কা বঙ্গে

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

এসআইআর পর্বে যে ফসল ঘরে তুলবে ভেবেছিল বিজেপি সেটা হয়নি। তাই তারা দিশেহারা অবস্থায় পড়েছে। উল্টে এসআইআর পর্বে বিপুল পরিমাণ মানুষের হয়রানি এবং আতঙ্কে আত্মহত্যার ঘটনায় সরগরম হয়ে উঠেছে রাজ্য-রাজনীতি। এই আবহে পথে ক্যাম্প করে মানুষের সহায়তায় সামিল হয়েছে তৃণমূল কংগ্রেস।এছাড়া বনগাঁতেও একই অবস্থা। সেখানেও মানুষজন যাচ্ছেন না। তবে এখনও পর্যন্ত ওই একটিই ক্যাম্প খোলা রয়েছে। বাকি রানাঘাট থেকে শুরু করে বর্ধমানের নানা নাগরিকত্ব প্রদান ক্যাম্পের ঝাঁপে লাঠি পড়েছে। বেশ কিছু বাসিন্দাদের অভিযোগ, বিজেপির সদিচ্ছা থাকলে আগেই নাগরিকত্ব দেওয়ার ব্যবস্থা করতে পারত। সেটা করা হয়নি। চাপে পড়ে নাগরিকত্বের ক্যাম্প খুলেছিল। এটা লোক দেখানো। এখন তা একেক করে বন্ধও হয়ে যাচ্ছে। এই বিষয়ে পূর্ব বর্ধমান জেলার তৃণমূল কংগ্রেসের নেতা দেবু টুডু বলেন, 'নির্বাচন এলেই প্রত্যেকবার বিজেপি মতুয়াদের সামনে নাগরিকত্বের টোপ দেয়। কিন্তু ওরা কাজের কাজ কিছু করে না। সেটা মতুয়ারা এবার বুঝে গিয়েছে। তাই বিজেপিকে ক্যাম্প বন্ধ করে দিতে হচ্ছে।'পরিস্থিতি বেগতিক দেখে নাগরিকত্ব প্রদান ক্যাম্প খোলে বিজেপি। রাজ্যজুড়ে এমন নানা ক্যাম্প খুলে ফসল ঘরে তুলতে চায়

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

ভোটের আগে পুলিশে রদবদল: 'ঘরের জেলায়' থাকা যাবে না, নবান্নে চিঠি পাঠাল কমিশন

সব মিলিয়ে, বিধানসভা ভোটের আগে প্রশাসনিক নিরপেক্ষতা নিশ্চিত করতে পুলিশ প্রশাসনে বড়সড় রদবদলের পথেই হাঁটতে চলেছে নির্বাচন কমিশন, এমনটাই ইঙ্গিত মিলছে সিইও দফতরের এই চিঠিতে।সোমবার, ১২ জানুয়ারি ২০২৬ তারিখে পাঠানো ওই চিঠিতে কমিশনের পুরনো নির্দেশিকা মেনেই দ্রুত প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ করার কথা বলা হয়েছে।

নবান্নকে পাঠানো চিঠিতে জানানো হয়েছে, নির্বাচন কমিশনের ২০২৩ সালের ২১ ডিসেম্বরের নির্দেশ অনুযায়ী, যাঁরা সরাসরি নির্বাচন পরিচালনার সঙ্গে যুক্ত, এমন কোনও পুলিশ আধিকারিককে নিজের ঘরোয়া জেলা বা দীর্ঘদিন কর্মরত জেলায় রাখা যাবে না।

বিধানসভা নির্বাচনের নির্ঘণ্ট মাথায় রেখে ৩১ মে ২০২৬-কে 'বেস ডেট' ধরে এই বদলি প্রক্রিয়া সম্পন্ন করার নির্দেশ দেওয়া হয়েছে। উল্লেখ্য, বর্তমান পশ্চিমবঙ্গ বিধানসভার মেয়াদ শেষ হচ্ছে ৭ মে ২০২৬।

জাতীয় নির্বাচন কমিশনের নিয়ম বলছে, যেসব পুলিশ আধিকারিক নিজ জেলা বা গত চার বছরের মধ্যে কোনও জেলায় তিন বছর পূর্ণ করেছেন তাঁদের সেই জেলা থেকে সরিয়ে দিতে হবে। এই হিসাবের ক্ষেত্রে পদোন্নতির পর একই জেলায় কাজের সময়ও ধরা হবে। পুলিশ সাব-ইন্সপেক্টর পদমর্যাদা ও তার ঊর্ধ্বতন সব আধিকারিকের ক্ষেত্রেই এই নিয়ম প্রযোজ্য। একই সঙ্গে জেলা বা মহকুমায় নিরাপত্তা ব্যবস্থা ও বাহিনী মোতায়েনের সঙ্গে যুক্ত আধিকারিকদের উপরই এই বিধি কার্যকর হবে। তবে কম্পিউটারাইজেশন, স্পেশাল ব্রাঞ্চ বা প্রশিক্ষণ শাখার মতো দফতরে কর্মরত পুলিশ আধিকারিকরা এর আওতার বাইরে থাকবেন।

শুধু তাই নয়, যেসব আধিকারিকের বিরুদ্ধে আগে কোনও নির্বাচন সংক্রান্ত গাফিলতিতে শাস্তিমূলক ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছে বা যাঁদের বিরুদ্ধে মামলা চলছে, তাঁদের কোনওভাবেই নির্বাচনী কাজে যুক্ত করা যাবে না। একই সঙ্গে অবসর নিতে ছয় মাসের কম সময় বাকি থাকলে, তাঁদেরও নির্বাচন সংক্রান্ত দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দেওয়া হবে। যদিও এ ক্ষেত্রে সংশ্লিষ্ট আধিকারিককে জেলা থেকে বদলি করতেই হবে— এমন বাধ্যবাধকতা নেই।

(২ পাতার পর)

ঝাড়খণ্ডে মিষ্টি খেতে গিয়ে বিপত্তি, ছয় দিনের মাথায় ছিনতাইয়ের অভিযোগে গ্রেফতার পাঁচ

জামবনী থেকে ২ লক্ষ ৭৫ হাজার টাকা নিয়ে যাচ্ছিলেন সুব্রত সিংহ। জামবনি থানার অন্তর্গত ঘং জঙ্গল রাস্তার মধ্যে ঝাড়খণ্ড থেকে অ্যাপাচি বাইকে আসা তিন দুষ্কৃতি তাঁকে আটকায়। বন্দুকের বাট দিয়ে মাথায় আঘাত করে নগদ টাকা ছিনিয়ে নিয়ে তারা পালিয়ে যায়। পরে জঙ্গল পথ ধরে চন্দ্রি হয়ে ৬ নম্বর জাতীয় সড়ক ব্যবহার করে ঝাড়খণ্ডে পালানোর রাস্তাও দেখিয়ে দেয় স্থানীয় বাসিন্দা শম্ভু পাল। পুলিশ সূত্রে জানা গেছে, ছিনতাইয়ের পর ঝাড়খণ্ডের বড়শোল থানার এলাকায় একটি দোকানে খাওয়া-দাওয়া করে দুষ্কৃতিরা। সেই সময় প্রথমবার মোবাইল ফোন অন করে ফোন-পে-র মাধ্যমে টাকা মেটানো হয়। এই ডিজিটাল লেনদেনই তদন্তে প্রথম বড় ক্লু হিসেবে সামনে আসে। তদন্তে উঠে আসে, গোটা ঘটনার মূল মাথা ব্যাঙ্কের লোন এজেন্ট শুভজিৎ সরকার, যিনি বিজ্ঞান বিভাগের স্নাতক। ভিকটিমকে চেনানোর দায়িত্বে ছিল জামবনী থানার মুড়াকাটি এলাকার বাসিন্দা শম্ভু পাল। অপারেশনে সক্রিয়ভাবে যুক্ত ছিল ঝাড়খণ্ডের যদুগোড়া এলাকার সুনিল কৈবত্য, মোহন কিস্কু এবং বাড়মা মাইনস এলাকার রোহিত কুমার শর্মা। এই সূত্র ধরেই ঝাড়খণ্ড যাওয়ার রাস্তায় প্রায় ৩০টি সিসিটিভি ফুটেজ খতিয়ে দেখে পুলিশ। শেষ পর্যন্ত সোমবার রাতে ঝাড়গ্রাম, জামবনী ও ঝাড়খণ্ডে একযোগে তিনটি আলাদা দল অভিযান চালিয়ে অভিযুক্তদের গ্রেফতার করা হয়। গোটা অভিযানের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ঝাড়গ্রামের এসডিপিও শামিম বিশ্বাস ও জামবনী থানার আইসি অভিজিৎ বসু মল্লিক। মঙ্গলবার ধৃতদের ঝাড়গ্রাম জেলা আদালতে তোলা হলে মহামান্য বিচারক ঝাড়গ্রাম জেলার দুই অভিযুক্তকে চার দিনের পুলিশ হেফাজত এবং ভিন রাজ্য ঝাড়খণ্ডের তিন অভিযুক্তকে জেল হেফাজতের নির্দেশ দেন।ডিজিটাল প্রযুক্তির সদ্ব্যবহার, আন্তঃরাজ্য সমন্বয় এবং দ্রুত তদন্তের মাধ্যমে এই জটিল ছিনতাই কাণ্ডের রহস্য উন্মোচনে গুরুত্বপূর্ণ ভূমিকা নেয় জামবনী থানার পুলিশ। সীমিত সময়ের মধ্যেই অভিযুক্তদের শনাক্ত ও গ্রেফতার করে পুলিশের দক্ষতা ও পেশাদারিত্বের দৃষ্টান্ত স্থাপন করা হয়েছে। পুলিশের এই সাফল্যে এলাকায় স্বস্তি ফিরেছে বলে মনে করছেন স্থানীয় বাসিন্দারা।

(২ পাতার পর)

নাগরিকত্ব প্রদান ক্যাম্প বন্ধ করে দিল বিজেপি, এসআইআর পর্বে জোর ধাক্কা বঙ্গে

বিজেপি। কিন্তু এবার তাতেও খেল জোর ধাক্কা।

এদিকে শিয়রে বিধানসভা নির্বাচন। এই এসআইআর প্রক্রিয়ার জেরে এখনও পর্যন্ত প্রায় ৮০ জনের মৃত্যু হয়েছে। তার মধ্যে বিএলও থেকে শুরু করে সাধারণ মানুষ রয়েছেন। এই মৃত্যুমিছিল নিয়ে মোট পাঁচবার মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় চিঠি লিখেছেন মুখ্য নির্বাচন কমিশনার জ্ঞানেশ কুমারকে। যদিও কোনও উত্তর মেলেনি। এই আবহে নাগরিকত্ব প্রদান ক্যাম্পগুলি বন্ধ করে দিল বিজেপি। বাসিন্দাদের মন পেতে রাজ্যের সব জেলাতেই তারা নাগরিকত্বের ক্যাম্প খুলেছিল। কিন্তু সেটা এখন ব্যুমেরাং হয়েছে। দলের কর্মীরা ছাড়া সেভাবে কেউই নাগরিকত্বের জন্য আবেদন করেননি। ফলে ক্যাম্পগুলি কার্যত জনশূন্য হয়ে পড়ে। এই পরিস্থিতি ঢাকতেই তারা অধিকাংশ জেলা থেকেই ক্যাম্প গুটিয়ে নিয়েছে বলে সূত্রের খবর।

অন্যদিকে বাংলার মানুষ সাড়া দিচ্ছে না দেখেই এমন সিদ্ধান্ত নিয়েছে গেরুয়া শিবির। কারণ এই ছবি চাউর হয়ে গেলে ভোটবাক্সে তার ব্যাপক প্রভাব পড়বে। এসআইআর পর্বে সবচেয়ে বেশি সমস্যায় পড়েন মতুয়ারা। তাঁরা বিজেপির বিরুদ্ধে ক্ষোভ উগরে দিয়েছে। অথচ বিজেপির কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের পক্ষ থেকে কোনও দিশা তাঁরা পাননি। এই কারণে মতুয়াদের নাগরিকত্বের টোপ দিয়ে ক্যাম্প খোলা হয়েছিল। তাতেও তেমন সাড়া মেলেনি। আর তাই পূর্ব বর্ধমানে বিজেপির জেলা পার্টি অফিস, বড়গুল, জামালপুর, মেমারি-সহ নানা এলাকায় খোলা নাগরিকত্ব প্রদান ক্যাম্পগুলি বন্ধ করে দিতে হয়েছে বলে সূত্রের খবর।

সম্পাদকীয়

সালতামামি-২০২৫: ভারি শিল্প মন্ত্রক

ফেলে আসা বছরে ভারি শিল্প মন্ত্রকের প্রধান উদ্যোগ/সাফল্যগুলি হল –

অটোমোবাইল ও অটো সরঞ্জাম শিল্পের জন্য উৎপাদনভিত্তিক উৎসাহদান প্রকল্প হাতে নেওয়া হয়েছে। এর জন্য মোট বাজেট বরাদ্দ ছিল ২৫,৯৩৮ কোটি টাকা। এর লক্ষ্য হল অত্যাধুনিক অটোমোটিভ প্রযুক্তিতে ভারতের উৎপাদন ক্ষমতা বাড়ানো, উৎপাদন ব্যয় হ্রাস এবং এক শক্তিশালী সরবরাহশৃঙ্খল গড়ে তোলা। ২০২৩-২৪ থেকে ২০২৭-২৮ আর্থিক বছরের জন্য অনুমোদিত এই প্রকল্পে ইলেক্ট্রিক যানবাহন এবং হাইড্রোজেন ফুয়েল সেল উপাদানের জন্য ১৩-১৮% এবং অন্যান্য উৎপাদনের জন্য ৮-১৩% আর্থিক সহায়তা করা হচ্ছে। ৮২টি আবেদন অনুমোদিত হয়। আনুমানিক বিনিয়োগের পরিমাণ ৪২,৫০০ কোটি টাকা। এর জেরে বিক্রির পরিমাণ ২,৩১,৫০০ কোটি টাকা বাড়বে এবং ৫ বছরে ১.৪৮ লক্ষ কর্মসংস্থানের সুযোগ সৃষ্টি হবে বলে মনে করা হচ্ছে।

১০,৯০০ কোটি টাকা বরাদ্দ নিয়ে ২৯.০৯.২০২৪ তারিখে পিএম ই-ড্রাইভ প্রকল্পের সূচনা হয়। প্রাথমিকভাবে ২ বছরের জন্য অর্থাৎ ০১.০৪.২০২৪ থেকে ৩১.০৩.২০২৬ পর্যন্ত এই প্রকল্প চালু থাকবে বলে জানানো হয়েছিল। পরে, ভারি শিল্প মন্ত্রক এর মেয়াদ ৩১.০৩.২০২৮ পর্যন্ত বাড়িয়েছে। তবে, e-2W এবং e-3W –এর ক্ষেত্রে প্রকল্পের সময়সীমা ৩১.০৩.২০২৬ –এই শেষ হয়ে যাবে। এই প্রকল্পের লক্ষ্য হল ইলেক্ট্রিক যানবাহনের উৎসাহ দেওয়া, ইলেক্ট্রিক যানবাহনের চার্জিং পরিকাঠামো গড়ে তোলা এবং দেশে ইলেক্ট্রিক যানবাহন উৎপাদনের পরিমণ্ডল গড়ে তোলা।

৩১.০৩.২০২৫ পর্যন্ত এই প্রকল্পের আওতায় ২১,৩৬,৩০৫টি ইলেক্ট্রিক যানবাহনের জন্য ১৭০৩.৩২ কোটি টাকার আর্থিক সাহায্য দেওয়া হয়েছে। দিল্লি, আহমেদাবাদ, সুরাট, হায়দ্রাবাদ ও বেঙ্গালুরু – এই পাঁচটি মহানগরের জন্য প্রথম পর্যায়ে ১০,৯০০টি ই-বাস –এর দরপত্র আহ্বান করা হয়েছে। ই-ট্রাক, ই-ভিপিসিএস এবং পরীক্ষা করার এজেন্সিগুলির উন্নয়নের নির্দেশিকা জারি করা হয়েছে। ইলেক্ট্রিক যাত্রিবাহী যানবাহনের উৎপাদনে উৎসাহ দিতে ভারি শিল্প মন্ত্রক ২০২৪ সালের ১৫ মার্চ একটি প্রকল্প জারি করে। এর আওতায় আবেদনকারীকে তিন বছরের জন্য ন্যূনতম ৪,১৫০ কোটি টাকা বিনিয়োগ করতে হবে। আবেদনকারী ভর্তুকিযুক্ত সীমাশুল্কে নির্দিষ্ট সংখ্যক e-4W আমদানি করতে পারবেন। তবে, এর সংখ্যা বছরে ৮,০০০-এর বেশি হবে না।

পিএম ই-বাস সেবা – অর্থ প্রদান সুরক্ষা ব্যবস্থাপনা প্রকল্প – ২০২৪ সালের ২৮ অক্টোবর ৩,৪৩৫.৩৩ কোটি টাকা বরাদ্দের এই প্রকল্পের সূচনা হয়। এর লক্ষ্য হল ই-বাস কেনার ক্ষেত্রে সরকারি কর্তৃপক্ষের দেয় ভর্তুকি সুনিশ্চিত করা। এর আওতায় ৩৮,০০০-এরও বেশি ই-বাসকে ১২ বছরের জন্য আনা হয়েছে। ৯০ দিনের মধ্যে অর্থ প্রদানের সংস্থান রয়েছে। ২০২৫ সালের ২২ ডিসেম্বর পর্যন্ত ১৫টি রাজ্য/কেন্দ্রশাসিত অঞ্চল এই প্রকল্পের আওতায় বাধ্যতামূলক ডিরেক্ট ডেবিট ম্যান্ডেট জমা দিয়েছে।

তুমি লক্ষ্মী-সরস্বতী

মৃত্যুঞ্জয় সরদার
(বাইশতম পর্ব)

মহাসরস্বতীর সঙ্গে বজ্রবীণা সরস্বতীর অনেকটাই মিল দেখা যায়। বৌদ্ধ সাধনমালা অনুযায়ী বজ্রসারদা দ্বিভুজা, পদ্মাসীনা এবং ত্রিনেত্রা; এক হাতে পদ্ম অন্য হাতে পুস্তক। আর্যা সরস্বতী ষোড়শী বালিকার মত উদ্ভিন্নযৌবনা, শ্বেতবর্ণা। ডানহাতে রক্ত পদ্ম ও বাম হাতে সনাল পদ্ম এবং প্রজ্ঞাপারমিতা পুস্তক।সরস্বতী দেবীর প্রণাম ও পুষ্পাঞ্জলি

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

পাট কমিশনারের দপ্তর অবৈধ কাঁচা পাট মজুতদারির বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করল বেআইনিভাবে মজুত করা কাঁচা পাট

কলকাতা, ১৩ জানুয়ারি, ২০২৬

কাঁচা পাটের অবৈধ মজুতদারি ও কালোবাজারির বিরুদ্ধে বড় পদক্ষেপ হিসেবে পাট কমিশনারের দপ্তর পশ্চিমবঙ্গের একাধিক জেলায় ধারাবাহিক তল্লাশি অভিযান সফলভাবে পরিচালনা করেছে। পাট ও পাটবস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ, ২০১৬-র ভিত্তিতে পরিচালিত এই অভিযানে বিধিসম্মত মজুত সীমা লঙ্ঘন করে জমানো প্রায় ১০,০০০ কুইন্টাল কাঁচা পাট বাজেয়াপ্ত করা হয়েছে।

বাজারে কৃত্রিমভাবে দাম বাড়ানোর উদ্দেশ্যে কিছু ব্যবসায়ী, বেলার এবং মজুতদারের বিরুদ্ধে প্রাপ্ত তথ্যের ভিত্তিতে এই তল্লাশি অভিযান পরিচালিত হয়।

পাট ও পাটবস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ, ২০১৬-র ৯ নং ধারায় প্রদত্ত ক্ষমতা ব্যবহার করে পাট কমিশনারের দপ্তরের অনুমোদিত আধিকারিকরা মালদা, মুর্শিদাবাদ, উত্তর ২৪ পরগনা ও নদিয়া জেলায় বিভিন্ন গোদাম ও অন্যান্য সম্ভাব্য স্থান পরিদর্শন করেন। মোট ১৬-টি গুদাম থেকে বাজেয়াপ্ত করা কাঁচা পাটের পরিমাণ কলগুলির জন্য ন্যায্য সরবরাহ নিশ্চিত করা এবং হাজার হাজার মিল শ্রমিকের জীবিকা রক্ষার উদ্দেশ্যে পাট কমিশনারের নির্ধারিত সর্বোচ্চ মজুত সীমা উল্লেখযোগ্যভাবে অতিক্রম করেছে।

মজুতদারদের বিরুদ্ধে আইনি ব্যবস্থা-

কাঁচা পাট অবৈধভাবে মজুতকারী সংস্থাগুলির বিরুদ্ধে পাট কমিশনার কঠোর আইনি ব্যবস্থা গ্রহণ করেছেন-

এরপর ৬ পাতায়

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

যখন তাঁহার দুইটি হাত থাকে। তখন তাঁহার নাম হয় শুক্ল কুরুকুল্লা। যখন তিনি চতুর্ভুজা হন তখন তাঁহার নাম হয় তারোদ্ভব কুরুকুল্লা, উড্ডিয়ান কুরুকুল্লা, হেম্ভক্রম কুরুকুল্লা এবং কল্পোক্ত কুরুকুল্লা।

ক্রমশঃ

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

অর্থ মন্ত্রকের ২০২৫ সালের বর্ষশেষের পরিক্রমা : আর্থিক পরিষেবা বিভাগ

(চতুর্থ পর্ব)

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

অংশগ্রহণকারী ব্যাঙ্ক বা তৃতীয় পক্ষের অ্যাপ্লিকেশন প্রদানকারীর)একটিমাত্র মোবাইল অ্যাপ্লিকেশনে একাধিক ব্যাঙ্ক অ্যাকাউন্ট লিঙ্ক করার সুবিধা প্রদান করে।

ইউপিআই অভূতপূর্ব অগ্রগতি লাভ করেছে, বার্ষিকভাবে ট্রিলিয়ন ট্রিলিয়ন টাকার লেনদেন প্রক্রিয়া করছে এবং ভারতকে বিশ্বব্যাপী অন্যতম বৃহত্তম ডিজিটাল পেমেন্ট বাজারে পরিণত করেছে।

এসিআই ওয়ার্ল্ডওয়াইড রিপোর্ট ২০২৪ অনুসারে, বিশ্বব্যাপী রিয়েল-টাইম পেমেন্ট লেনদেনের প্রায় ৪৯% ভারতেই হচ্ছে।

রপ্তানিকারকদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম

• রপ্তানিকারকদের জন্য ক্রেডিট গ্যারান্টি স্কিম (সিজিএসই) ০১.১২.২০২৫ তারিখে চালু করা হয়েছে। এটি ব্যাঙ্ক এবং আর্থিক প্রতিষ্ঠানগুলোকে (সদস্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠান এমএল আই) নির্দিষ্ট প্রতিকূল পরিস্থিতিতে ভারতীয় রপ্তানিকারকদের অতিরিক্ত আর্থিক সহায়তা প্রদান করতে সক্ষম করবে, যা তাদের বাজারকে বৈচিত্র্যময় করবে এবং তাদের বৈশ্বিক প্রতিযোগিতার সক্ষমতা বৃদ্ধি করবে।

• এটি সদস্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোকে ঋণ প্রবাহ বাড়াতে এবং রপ্তানিকারক-ঋণগ্রহীতাদের, বিশেষ করে ক্ষুদ্র, ছোট ও মাঝারি উদ্যোগগুলোকে (এমএসএমই) সময়মতো অর্থ প্রবাহ নিশ্চিত করতে উৎসাহিত করে।

• প্রকল্পের বৈশিষ্ট্যসমূহ

• ঋণ সহায়তা : যোগ্য রপ্তানিকারকদের জন্য ২০,০০০ কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত জামানত-মুক্ত কার্যনির্বাহী মূলধন

• গ্যারান্টি কভারেজ : সদস্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলোর জন্য এনসিজিটিসি-এর মাধ্যমে ১০০% কভারেজ

• যোগ্যতা : প্রত্যক্ষ ও পরোক্ষ রপ্তানিকারক, যার মধ্যে এমএসএমই এবং এমএসএমই নয় এমন ইউনিট অন্তর্ভুক্ত

• গ্যারান্টি ফি : শূন্য

• মেয়াদ : ৩১ মার্চ ২০২৬ পর্যন্ত অথবা ২০,০০০ কোটি টাকার গ্যারান্টি জারি না হওয়া পর্যন্ত।

• ২.০১.২০২৬ তারিখের অগ্রগতি অনুযায়ী -

৮,৭৬৪.৮১ কোটি টাকার (১,৮৪০টি আবেদন) আবেদন জমা পড়েছে, যার মধ্যে ঋণদাতাদের দ্বারা ৩,৩৬১.৮৩ কোটি টাকা (৭৭৪টি আবেদন) মঞ্জুর করা হয়েছে।

এমএসএমই-দের জন্য পারস্পরিক ঋণ গ্যারান্টি প্রকল্প

০ এই প্রকল্পটি একটি ঋণ গ্যারান্টি প্রদান করে, যা সদস্য ঋণদানকারী প্রতিষ্ঠানগুলিকে সরঞ্জাম/প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি কেনার জন্য এমএসএমই ঋণগ্রহীতাদের ১০০ কোটি টাকা পর্যন্ত অতিরিক্ত ঋণ সুবিধা প্রদানে উৎসাহিত করে।

০ এছাড়াও, এটি প্ল্যান্ট ও যন্ত্রপাতি/সরঞ্জাম কেনার জন্য ঋণের সহজলভ্যতা নিশ্চিত করে উৎপাদন খাতে গতি আনতে সহায়তা করে।

আর্থিক অন্তর্ভুক্তিমূলক প্রকল্পসমূহ

১. প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই)

প্রধানমন্ত্রী জন ধন যোজনা (পিএমজেডিওয়াই) ব্যাঙ্কিং সুবিধাগুলিতে সর্বজনীন প্রবেশাধিকার প্রদানের মাধ্যমে সকলের ব্যাপক আর্থিক অন্তর্ভুক্তি নিশ্চিত করে চলেছে। এই প্রকল্পটি আগস্ট, ২০২৪ সালে দশ বছর পূর্ণ করেছে।

• পিএমজেডিওয়াই-এর অধীনে অগ্রগতি (৩১.১২.২৫ তারিখ পর্যন্ত):

• পিএমজেডিওয়াই অ্যাকাউন্ট : ৫৭.৩৩ কোটি

• অ্যাকাউন্টে জমার পরিমাণ : ২,৮১,৯১৮ কোটি টাকা

• মহিলাদের অ্যাকাউন্ট : ৩১.৯৮ কোটি

• গ্রামীণ/আধা-শহুরে এলাকার অ্যাকাউন্ট : ৪৪.৮৪ কোটি

• ইস্যুকরা রুপে কার্ড : ৩৯.৫৯ কোটি

২. প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (পিএমএসবিওয়াই)

প্রধানমন্ত্রী সুরক্ষা বীমা যোজনা (পিএমএসবিওয়াই) হলো একটি এক বছরের ব্যক্তিগত দুর্ঘটনা বীমা প্রকল্প, যা বছরে ২০ টাকা বার্ষিক প্রিমিয়ামের বিনিময়ে মৃত্যু/শারীরিক অক্ষমতার জন্য দুর্ঘটনাজনিত সুরক্ষা প্রদান করে এবং ন্যূনতম নথিপত্রের মাধ্যমে দাবি নিষ্পত্তির প্রক্রিয়াকে সহজ করে তোলে। এই প্রকল্পটি মে ২০২৫ সালে দশ বছর পূর্ণ করেছে।

পিএমএসবিওয়াই-এর অধীনে অগ্রগতি (৩১.১২.২৫ তারিখ পর্যন্ত):

০ মোট নথিভুক্তি : ৫৬.০৪ কোটি

০ মোট প্রাপ্ত দাবির সংখ্যা : ২,৩৩,২৬৭

০ মোট পরিশোধিত দাবির সংখ্যা : ১,৭২,৩৩৫টি, যার পরিমাণ ৩,৪২২.৭৭ কোটি টাকা

৩. প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (পিএমজেজেবিওয়াই)

প্রধানমন্ত্রী জীবন জ্যোতি বীমা যোজনা (পিএমজেজেবিওয়াই) হলো একটি এক বছরের জীবন বীমা প্রকল্প, যা প্রতি বছর নবায়নযোগ্য এবং ১৮ থেকে ৫০ বছর বয়সী ব্যক্তিদের যেকোনো কারণে মৃত্যুর জন্য ২ লক্ষ টাকার কভারেজ প্রদান করে। প্রকল্পটি মে ২০২৫ সালে দশ বছর পূর্ণ করেছে।

পিএমজেজেবিওয়াই-এর অধীনে

ক্রমশঃ

পত্রিকা দপ্তর ও কুইনপ্রেসে চিঠিপত্র, লেখালেখি ও সংবাদ পাঠাতে হলে যোগাযোগ করুন নিচের দেওয়া ঠিকানা ও মোবাইল নম্বরে

কুইন প্রেস ও পত্রিকা দপ্তর

Editor
Mrityunjoy Sardar
C/o, Lalu Sardar
Village:Hedia
P.O.:Uttar Moukhali
P.S. : Jibantala
District :South 24 Parganas
Pin:743329(W.B)

Mobile : 9564382031

স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, “আমরা হিন্দু

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

সারা ভারত বর্ষ তথা বাংলার মানুষ নিজেরাই একটু স্বার্থনেশি হয়ে উঠেছে, নিজের স্বার্থের জন্য ভুলে যাচ্ছে মানবিকতা।আদর্শ আর সহানুভূতির মূল্য দেয়া হচ্ছে না এই যুগে,বাঙালির কেউ সত্য কথা বললে বাংলার বুকে অপদস্ত অপমান সহ্য করতে হয়। তাই নিজেরা বিপথগামী হওয়ার ভয় পাচ্ছেন? মিথ্যা ভয় কেন আপনারা পান,আপনারা কি ভুলে গেছেন আমাদের দেশের মহান এবং আদর্শ মান পুরুষ স্বামী বিবেকানন্দের কথা।আমার লেখার মাধ্যমে আপনাদেরকে স্মরণ করিয়ে দিতে চাই বিপদের সময়ে ঠিকই করতে বলেছিল স্বামী বিবেকানন্দ। বিপদ থেকে টেনে তোলো! তোমার উদ্ধার-সাধন তোমাকেই করতে হবে।...ভীত হয়ো না। বারবার বিফল হয়েছো বলো নিরাশ হয়ো না। কাল সীমাহীন, অগ্রসর হতে থাকো, বারবার তোমার শক্তি প্রকাশ করতে থাকো, আলোক আসবেই।'উদ্বুদ্ধ হয়েছে যুব সমাজ, আর সেজন্যই তার জন্মদিন ১২ জানুয়ারি যুব দিবস বলে খ্যাত। দেখে নেওয়া যাক, স্বামীজির কিছু অমর বাণী।জীবে প্রেম করে যেই জন, সেই জন সেবিছে ঈশ্বর- বিখ্যাত এ উদ্ধৃতিটি যিনি লিখেছিলেন তিনি স্বামী বিবেকানন্দ। বিশ্লেষকরা ঊনবিংশ শতাব্দীর শেষার্ধে বিভিন্ন ধর্মমতের মধ্যে পারস্পরিক সুসম্পর্ক স্থাপনের কৃতিত্ব বিবেকানন্দকে দিয়ে থাকেন।বিবেকানন্দ ছিলেন বহুগুণে গুণান্বিত। তিনি ছিলেন একজন হিন্দু সন্ন্যাসী, দার্শনিক, লেখক, সংগীতজ্ঞ এবং ঊনবিংশ শতাব্দীর ভারতীয় অতীন্দ্রিয়বাদী রামকৃষ্ণ পরমহংসের প্রধান শিষ্য।১৮ ৬৩ সালের ১২ জানুয়ারি মকর সংক্রান্তি উৎসবের দিন উত্তর কলকাতার সিমলা অঞ্চলে ৩ নম্বর গৌরমোহন মুখোপাধ্যায় স্ট্রিটে তিনি জন্মগ্রহণ করেছিলেন নরেন্দ্র নাথ দত্ত। ছোট থেকেই মেধাবী নরেন্দ্র নাথ স্কটিশ চার্চ কেলেজে পড়াকালীন যুক্তিবিদ্যায় পারদর্শী হন। যে যুক্তিবোধ আর আধাত্ম ফুটে ওঠে তাঁর বাণীতে। শ্রী রামকৃষ্ণ পরমহংস দেবের শিষ্য নরেন ,১৮৮৬ সালে সন্ন্যাস গ্রহণ করে হয়ে ওঠেন স্বামী বিবেকানন্দ।ভারত যখন ডুবে অন্ধকার ও হতাশায়, চলছে ব্রিটিশের রক্ত লালসা চরিতার্থ করা ভারতবাসীর রক্তে, জাতীর মানসিকতা ও আত্মবিশ্বাস তলানীতে, তখন হাল ধরেন পুরুষোত্তম বিবেকানন্দ। ভারতবর্ষ কে তিনি উপস্থাপন করলেন শিকাগো বিশ্ব ধর্ম মহাসভায় ১১ই সেপ্টম্বর, ১৮৯৩ সালে। তার বক্তব্যের সূচনাতেই তিনি বলেন "হে আমার আমারিকা নিবাসী ভাতৃ ও ভগিনীগণ" যা জয় করে নেয় উপস্থিত সকলের হৃদয়। হাততালির গুঞ্জন থামতেই চায় না। অবাক করেছিলেন শেতাঙ্গদের যাদের চোখে ভারত মানেই পিছিয়ে পড়া মানুষের দেশ যাদের নিজেদের কিছুই নেই। এই অপূর্ব মেধাবী মানুষটি হৃদয়বত্তা, তেজস্বিতা, জেদ ও স্বধীনচেতনার দ্বারা বিশ্বের দরবারে একটি অনন্যসাধারণ জায়গা আদায় করে নিয়েছিলেন।আজ আমরা – পশ্চিমবঙ্গের যুবকরা – মেকি প্রগতিশীলতা, ভণ্ড বামপন্থার কুয়োর মধ্যে বসে কেবল বেঙের মত মকমক করছি। সমগ্র জগতের দিকে চোখ খুলে তাকানোর মত স্বাভাবিক প্রবৃত্তিই আমাদের জাগছে না। যাদের উদ্দেশে স্বামীজী পরানুবাদ, পরানুকরণ, পরমুখাপেক্ষা ত্যাগ করার জ্বালাময় উপদেশ দিয়েছিলেন সেই যুবকগণ বিবেকানন্দ বা শ্রীচৈতন্যকে ছেড়ে এমন একজনের ছবি আঁকা গেঞ্জি গায়ে দিয়ে নিজেদের আধুনিক বলে প্রমাণ করতে চাইছি যে লোকটি নিজের জীবনে হাজার হাজার মানুষকে নিজের হাতে খুন করেছে বিপ্লবের নামে।

স্বামীজীর পুনঃ অনুধ্যানের প্রয়োজনীয়তা আজ এজন্যই বেশী করে অনুভূত হচ্ছে। আমরা আজ নিজেদের হিন্দু পরিচয়ে লজ্জা বোধ করছি, হিন্দু শব্দটিকে সঙ্কীর্ণতার প্রতীক বলে মনে করছি। কিন্তু, স্বামীজী মুক্তকণ্ঠে বলেছেন, “আমরা হিন্দু। আমি এই ‘হিন্দু’ শব্দটিকে কোন মন্দ অর্থে ব্যবহার করিতেছি না; আর যাহারা মনে করে, ইহার কোন মন্দ অর্থ আছে, তাহাদের সহিত আমার মতের মিল নাই।” (হিন্দু ধর্মের সাধারণ ভিত্তি। লাহোরে ধ্যান সিংয়ের হাবেলীতে প্রদত্ত বক্তৃতা।)আমাদের এই হিন্দুত্বকে ধরে জেগে উঠতে হবে। উপলব্ধি করতে হবে কুয়োর বাইরে বিশাল জগৎকে। যে জগৎ বৈচিত্র্যে সুন্দর, প্রভাত পাখির কলকাকলিতে গুঞ্জরিত। উপলব্ধি করতে হবে সেই জগৎকে কলুষিত করছে দানবিক ভাবনায় জারিত রাক্ষসকুল। তাদের হাত থেকে এই সম্পূর্ণ সৃষ্টিকে বাঁচানোর পবিত্র দায়িত্ব আমাদের। মার্গভ্রষ্ট মানবকুলকে মানবতার রাস্তা দেখানোর পূত দায়িত্ব আমাদের – কারণ আমরা বিবেকানন্দের ভূমির পুত্র। আমাদের বিবেকানন্দ ভাই বলে সম্বোধন করে তার প্রাণের কথা বলতে চেয়েছেন।তার অন্যতম শ্রেষ্ট অনুগামীনী ছিলেন ভগিনী নিবেদিতা, আরেক অসমান্যা নারী। বিবেকানন্দ সারা জীবন ধরে শুধু মানবধর্মের উন্নতি ও উত্তরণের জন্য কাজ করেছেন। মানুষের সেবা করা তার মূল ধর্ম ছিল। তিনি বার বার বলেছেন “Do good and be good to people “. তিনি আরো বলতেন “আমি সেই ভগবানের পূজা করি যাকে তোমরা ভুল করে মানুষ বলে ডাকো”। তার জ্ঞানের কোনো সীমা ছিলো না। তিনি ধর্মের ভেদাভেদ মানতেন না। তিনি মুক্ত চিন্তাধারার মানুষ ছিলেন এবং জীব সেবার মধ্যে দিয়েই তিনি ঈশ্বরের সান্নিধ্য লাভ করেছিলেন। ১৯০২ সালের ৪ই জুলাই তিনি দেহত্যাগ করেন।

(৪ পাতার পর)

পাট কমিশনারের দপ্তর অবৈধ কাঁচা পাট মজুতদারির বিরুদ্ধে তল্লাশি অভিযান চালিয়ে বাজেয়াপ্ত করল বেআইনিভাবে মজুত করা কাঁচা পাট

* পশ্চিমবঙ্গ পুলিশ এনফোর্সমেন্ট শাখায় অভিযোগ: অপরাধীদের বিরুদ্ধে অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, ১৯৫৫-র ধারা ৭ অনুযায়ী মামলা চালানোর জন্য পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখায় অভিযোগ পাঠানো হচ্ছে।

* বাজেয়াপ্তের প্রতিবেদন সংশ্লিষ্ট জেলার জেলাশাসকদের কাছে পাঠানো হচ্ছে। অত্যাবশ্যক পণ্য আইন, ১৯৫৫ অনুযায়ী জারি করা আদেশ লঙ্ঘন করে মজুত রাখা পণ্য বাজেয়াপ্ত করার ক্ষমতা তাঁদের রয়েছে।

বৃহৎ উদ্ধার অভিযানের জন্য পাট কমিশনারের অনুমোদন-

* পাট ও পাটবস্ত্র নিয়ন্ত্রণ নির্দেশ, ২০১৬-র ধারা ১২ অনুযায়ী পাট কমিশনার পশ্চিমবঙ্গ পুলিশের এনফোর্সমেন্ট শাখা এবং কলকাতা পুলিশের আধিকারিকদের কাঁচা পাটের অবৈধ মজুতকারীদের বিরুদ্ধে তল্লাশি ও বাজেয়াপ্ত অভিযান পরিচালনার জন্য অনুমোদন প্রদান করেছেন।

সিনেমার খবর

ফের জুটি বাঁধছেন দেব-শুভশ্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দীর্ঘ বিরতি, মান-অভিমান ও নানা বিতর্কের অবসান ঘটিয়ে আবারও একসঙ্গে বড় পর্দায় ফিরছেন ওপার বাংলার জনপ্রিয় তারকা জুটি দেব ও শুভশ্রী গাঙ্গুলী। ভারতীয় গণমাধ্যমে প্রকাশিত খবরে জানা গেছে, আগামী ২০২৬ সালের দুর্গাপূজায় তাদের নতুন সিনেমাটি মুক্তি পাওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। সবকিছু চূড়ান্ত হলে দীর্ঘ সময় পর আবারও দর্শক দেব-শুভশ্রীকে একসঙ্গে দেখতে পাবেন।

২০২৫ সালে প্রায় এক দশক পর 'ধূমকেতু' সিনেমার মাধ্যমে পর্দায় ফিরেছিলেন এই জুটি। তবে সিনেমা মুক্তির পর প্রচারণা ঘিরে শুভশ্রীর অনুপস্থিতি এবং পারস্পরিক বক্তব্যকে কেন্দ্র করে দুজনের সম্পর্কে ফের দূরত্ব তৈরি হয়। এতে ভক্তদের মধ্যেও হতাশা দেখা দেয়। সেই টানাপোড়েন কাটিয়ে আবার একসঙ্গে কাজ করার খবরে নতুন করে উচ্ছ্বসিত অনুরাগীরা।

ভারতীয় গণমাধ্যম সূত্রে জানা যায়, সম্প্রতি অভিনেতা ও পরিচালক পরমব্রত চ্যাটার্জির একটি পারিবারিক অনুষ্ঠানে দেব ও শুভশ্রীকে দীর্ঘ সময় ধরে একান্তে কথা বলতে দেখা যায়। সেখান থেকেই ফের একসঙ্গে কাজ করার গুঞ্জন আরও জোরালো হয়। উপস্থিত অনেকেই বিষয়টিকে ইতিবাচক ইঙ্গিত হিসেবে দেখছেন।

নতুন সিনেমার নাম ও নির্মাতা এখনো আনুষ্ঠানিকভাবে ঘোষণা করা হয়নি। তবে টালিউডে গুঞ্জন, এটি দেবের ব্যবসাসফল সিনেমা 'খাদান'-এর সিক্যুয়েল হতে পারে। ছবিটিতে প্রেম, অ্যাকশন ও রোম্যান্সের সমন্বয় থাকবে এবং দেবকে দেখা যেতে পারে আগের চেয়ে ভিন্ন লুকে। শুভশ্রীর চরিত্রও নাকি গল্পের গুরুত্বপূর্ণ অংশ জুড়ে থাকবে।

এর আগে, বিভিন্ন সাক্ষাৎকারে দেব ও শুভশ্রী দুজনেই জানিয়েছিলেন, ভালো গল্প ও সঠিক সময় এলে তারা আবার জুটি বাঁধতে আপত্তি করবেন না। সেই মন্তব্যের পর থেকেই অনুরাগীরা নতুন করে আশায় বুক বেঁধেছিলেন। এবারের খবর সেই আশাকেই বাস্তবে রূপ দিতে যাচ্ছে বলে মনে করছেন অনেকে।

গত দেড় দশকে দেব-শুভশ্রী জুটি টালিউডকে উপহার দিয়েছে একের পর এক সুপারহিট সিনেমা। এর মধ্যে রয়েছে 'পরাণ যায় জ্বলিয়া রে', 'রোমিও', 'চ্যালেঞ্জ', 'খোকাবাবু' ও 'খোকা ৪২০'। যেগুলো বক্স অফিসে সাফল্যের পাশাপাশি দর্শকের হৃদয়েও জায়গা করে নেয়। ব্যক্তিগত ও পেশাগত কারণে দীর্ঘদিন আলাদা পথে হাঁটলেও এবার সেই জনপ্রিয় জুটি আবার এক হওয়ার পথে- এমনটাই মনে করছেন সিনেমাপ্রেমীরা।

কেন রণবীরের গাড়ি ছিনিয়ে নিয়েছিলেন ঋষি কাপুর?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমেরিকা থেকে পড়াশোনা শেষ করে দেশে ফেরার পরও ঋষি কাপুরের কড়া শাসন শেষ হয়নি। মুম্বাই ফিরে বলিউড পরিচালক সঞ্জয় লীলা বানসালির সঙ্গে সহপরিচালকের কাজ করছিলেন অভিনেতা রণবীর কাপুর। 'ব্ল্যাক' সিনেমায় তিনি সহপরিচালক ছিলেন। সেই সময়ে ছেলের কাছ থেকে গাড়ি নিয়ে নিয়েছিলেন বর্ষীয়ান অভিনেতা ঋষি কাপুর। তিনি চেয়েছিলেন— সাধারণ মানুষের সঙ্গেই রোজ গাড়িতে চলাফেরা করুক ছেলে।

একটা সময়ে ছেলেকে হাত খরচ দেওয়া পুরোপুরি বন্ধ করে দিয়েছিলেন ঋষি কাপুর। রণবীর কাপুর যাতে নিজে থেকে অর্থ উপার্জন করার তাগিদ খুঁজে পায়, সে জন্যই এমন কাজ করেছিলেন তিনি।

এমনকি সিনেমা জগতে পা রাখার পরও কোনো পরিবর্তন আনেননি ঋষি কাপুর। এর আগে প্রয়াত অভিনেতা নিজেও এক সাক্ষাৎকারে জানিয়েছিলেন, রণবীরের সঙ্গে তিনি বন্ধুত্বের পরিবর্তে পিতা-পুত্র সম্পর্কই বজায় রাখতে চেয়েছিলেন। তিনি আরও বলেন, আমি সব দিক বিবেচনা করেই আমার ছেলের সঙ্গে বন্ধুত্বপূর্ণ সম্পর্ক তৈরি করিনি। হতেই পারে আমাদের মধ্যে একটা অদৃশ্য কাচের দেয়াল রয়েছে।

কিন্তু শেষ পর্যন্ত বলিউডে নিজের যোগ্যতায় জায়গা করে নিয়েছেন রণবীর কাপুর। ঋষিপুত্র হওয়া সত্ত্বেও আলাদা করে কোনো সুবিধা পাননি ছোটবেলায়। ঋষি চাইতেন, আর পাঁচজন সাধারণ ছেলের মতোই যেন বড় হয়ে ওঠেন রণবীর। পুত্রকে বেশ কড়া শাসনেও রাখতেন তিনি। সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে রণবীর জানিয়েছিলেন, হাত খরচ দেওয়ার বিষয়েও তার বাবা কতটা কড়া ছিলেন।

আমেরিকার অভিনয় প্রশিক্ষণ স্কুলে পড়াশোনা করতে গিয়েছিলেন রণবীর কাপুর। সেই সময়ে সীমিত অর্থ পাঠাতেন ঋষি। সাধারণ ঘরের ছেলেরা যেভাবে বিদেশে পড়াশোনা করেন, সেটুকুই দেওয়া হতো তাকে। প্রথম দিকে ভীষণ কষ্ট হতো। কিন্তু ক্রমশ বুঝেছিলেন তার বাবার আসল উদ্দেশ্য কী? আসলে শাস্তি দিতে নয়; অর্থের মূল্য বোঝানোর জন্য ও নিয়মের মধ্যে রাখার জন্যই এমন করতেন ঋষি কাপুর। এক সাক্ষাৎকারে নিজেই এ কথা জানিয়েছিলেন রণবীর কাপুর।

সালমানের বাড়িতে বিয়ের উপলক্ষ্য

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের ভাইজানখ্যাত অভিনেতা সালমান খান কঠোর নিরাপত্তার মধ্য দিয়ে সময় পার করছেন। লরেন্স বিষ্ণোই গ্যাংয়ের হুমকির কারণে তার নিরাপত্তা বাড়ানো হয়েছে কয়েক গুণ। জীবনের ৬০তম জন্মদিনটিও ভাইজান পরিবারের সঙ্গে মুম্বাইয়ের বাইরে পানভেলের খামারবাড়িতে উদযাপন করেছেন। কাজের ব্যস্ততাও কম নয়। সম্প্রতি শেষ করেছেন জনপ্রিয় রিয়ালিটি শো 'বিগ বস ১৯'-এর শুটিং।

নিরাপত্তা আর কাজের ব্যস্ততার মাঝেও বিয়ে নিয়ে বেশ উচ্ছ্বসিত খান পরিবার। বিয়ের সানাই বাজতে চলেছে সালমানের গ্যালাক্সি অ্যাপার্টমেন্টে। তবে পাত্র সালমান খান নন, তার ভাগ্নে অয়ন অগ্নিহোত্রী।

সদ্যই ৬০ বছরে পা রেখেছেন বলিউড ভাইজান। জন্মদিনের জমকালো উদযাপনের রেশ কাটতে না কাটতেই এলো সেই খুশির খবর। গণমাধ্যমের প্রতিবেদন সূত্রে জানা গেছে, সালমানের বোন অলভিরা খান অগ্নিহোত্রী ও অতুল অগ্নিহোত্রীর ছেলে অয়ন অগ্নিহোত্রী খুব শিগগির বিয়ের পিঁড়িতে বসতে চলেছেন। দীর্ঘদিনের প্রেমিকা টিনা রিজওয়াহানির সঙ্গেই নতুন জীবন শুরু করতে যাচ্ছেন তিনি। এর মধ্যেই অয়ন ও টিনার বাগদান সম্পন্ন হয়েছে।

তাদের বাগদানের ছবি সামাজিক মাধ্যমে ছড়িয়ে পড়তেই নেটিজেনদের মাঝে ভাইরাল হয়ে পড়ে। নেটিজেনরা নতুন জুটিকে শুভকামনায় ভাসালেও, আলোচনার কেন্দ্রবিন্দুতে ছিলেন সালমান খান। ভাগ্নের বিয়ের খবর শুনে ভক্তদের মনে আবারও পুরোনো প্রশ্ন জেগেছে—তবে কি ব্যাচেলরই থেকে যাবেন ভাইজান?

বিরূপ অভিজ্ঞতার মুখোমুখি ভিনিসিউস, পাশে দাঁড়ালেন কোচ আলোনসো

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দল জিতেছে বড় ব্যবধানে। উড়ন্ত জয়ে শুরু করেছে বছর। এমন ম্যাচেও কি না দুয়ো শুনতে হলো দলের এক ফুটবলারকে! নিজেদের সমর্থকদের কাছ থেকেই এমন বিরূপ অভিজ্ঞতার শিকার হতে হলো ভিনিসিউস জুনিয়রকে। তিনি অবশ্য পাশে পেলেন কোচকে।

জাবি আলোনসো বললেন, ব্রাজিলিয়ান এই তারকা তার দলের জন্য খুবই গুরুত্বপূর্ণ একজন।

লা লিগায় রবিবার গন্সালো গার্সিয়ার দারুণ হ্যাটট্রিকে রিয়াল বেতিসকে ৫-১ গোলে বিধ্বস্ত করে রিয়াল মাদ্রিদ। বাকি দুটি গোল করেন রাউল আসেন্সিও ও ফ্রান গার্সিয়া।

গোল না পেলেও ম্যাচে খারাপ খেলেননি ভিনিসিউস। তবু তাকে দুয়ো দেন সান্তিয়াগো বের্নাবেউয়ে থাকা সমর্থকদের একটি অংশ। গত ২০ ডিসেম্বর ঘরের মাঠেই সেভিয়ার বিপক্ষেও সমর্থকদের দুয়ো শুনতে হয়েছিল তাকে। গত মৌসুমে ২২ গোল করা উইঙ্গার চলতি মৌসুমে সব প্রতিযোগিতা মিলিয়ে জালের দেখা পেয়েছেন মোটে ৫ বার। সবশেষ ১৫ ম্যাচে পাননি গোলের স্বাদ। সমর্থকদের ক্ষোভের কারণ সেটিই।

ম্যাচের পর কোচ আলোনসো বললেন, পারফরম্যান্স দিয়েই ভিনিসিউস ও গোটা দল জবাব দেবে।

"পরিস্থিতি আমরা বুঝতে পারছি। ভিনিসিউস অনেক পরিণত, আমরাও। আমাদেরকে সাড়া দিতে হবে। আমরা সবাই পরস্পরের পাশে আছি। সবাই সেরাটা দিতে চাই।"

সমর্থকরা দুয়ো দিলের দলে কাছে ভিনিসিউস কতটা গুরুত্বপূর্ণ, সেটি তুলে ধরলেন আলোনসো। দুয়ো শোনার ম্যাচেও এই উইঙ্গারের পারফরম্যান্স মনে ধরেছে কোচের। তিনি নিশ্চিত, পারফরম্যান্স দিয়েই আবার সমর্থকদের মন জয় করবেন ব্রাজিলিয়ান তারকা।

"ভিনি দলে অনেক অবদান রাখছে। সে খুবই ভালো খেলেছে, ধারাবাহিকভাবে হানা দিয়েছে (প্রতিপক্ষের রক্ষণে)। সব কিছু মিলিয়ে তার কাছ থেকে আমরা যা পাই...তার পারফরম্যান্স আমার ভালো লেগেছে। সুপার কাপে সে আমাদের জন্য গুরুত্বপূর্ণ হবে।"

"মাদ্রিদে ভিনি গুরুত্বপূর্ণ ছিল ও আছে এবং দলের প্রধানদের একজন হয়েই থাকবে। আমি নিশ্চিত, বের্নাবেউয়ে সামনে সে তালিও পাবে। আমার কোনো সন্দেহ নেই এটা নিয়ে।"

টানা ব্যর্থতায় চাকরি হারালেন ম্যানইউ কোচ অ্যামোরিম

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চলমান মৌসুমে কোচ রুবেন অ্যামোরিমের অধীনে সুবিধা করতে পারছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড। নিজেদের শেষ পাঁচ ম্যাচের একটিতেও জয়ের মুখ দেখেনি দলটি। এমন বাজে পারফরম্যান্সের কারণে শেষপর্যন্ত অ্যামোরিমকে বরখাস্ত করেছে ম্যানচেস্টার ইউনাইটেড।

সোমবার বিকেলে সামাজিক যোগাযোগ মাধ্যমে দেওয়া এক পোস্টে বিষয়টি নিশ্চিত করেছেন ফুটবলভিত্তিক জনপ্রিয় সাংবাদিক ফ্যাব্রিজিও রোমানো।

এছাড়া, ক্লাবের এক বিবৃতিতে বলা হয়েছে, অনিচ্ছা সত্ত্বেও সিদ্ধান্ত নিতে হয়েছে যে, পরিবর্তন আনার এখনই সঠিক সময়। এটি দলকে প্রিমিয়ার লিগে সর্বোচ্চ স্থানে থেকে সম্ভাব্য সেরা সুযোগ দেবে। ম্যানইউয়ে রুবেনের অবদানের ধন্যবাদ জানাচ্ছে ক্লাব কর্তৃপক্ষ। তার ভবিষ্যতের জন্য শুভকামনা।

২০২৪ সালের নভেম্বরে এরিক টেন হ্যাগকে বরখাস্ত করার পর অ্যামোরিমকে কোচিংয়ের দায়িত্ব দেয় ম্যানইউ। এই ১৪ মাসে ৬৩টি ম্যাচে মাত্র ২৪ ম্যাচে জয় পেয়েছে রেড ডেভিলসরা। এর মধ্যে ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগে জয় মাত্র ১৫টিতে।

চলমান মৌসুমে ইপিএলে ২০ ম্যাচে ৮টি জয়, ৭টি ম্যাচে ড্র ও ৫ ম্যাচে হার নিয়ে ম্যানইউয়ের অর্জন ৩১ পয়েন্ট। শেষ পাঁচম্যাচের একটিতেও জয় পায়নি তারা। এতে করে পয়েন্ট তালিকার ষষ্ঠ স্থানে অবস্থান করছে দলটি।

এদিকে, গতকাল সংবাদ সম্মেলনে বিস্ফোরক মন্তব্য করেন অ্যামোরিম। তিনি জানান, তিনি ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডে যোগ দিয়েছিলেন, তাদের ম্যানেজার হওয়ার জন্য, কোচ হওয়ার জন্য নয়। যা ম্যানইউ কর্তৃপক্ষকে আরও তাতিয়ে দিয়েছে বলে মনে করা হচ্ছে।

এর ওপর এমন নাজুক পারফরম্যান্সের কারণে শেষপর্যন্ত তাকে ছাঁটাইয়ের ঘোষণা এলো। অ্যামোরিমের বিদায়ে ম্যানইউয়ের সাবেক মিডফিল্ডার ড্যারেন ফ্লেচারকে অন্তবর্তীকালিন কোচের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। আগামী বুধবার বার্নলির বিপক্ষে ম্যাচে ইউনাইটেডের ডাগ আউটে দাঁড়াবেন ফ্লেচার।

শাহিনের বদলি হিসেবে বিগ ব্যাশে আরেক পাকিস্তানি পেসার

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

চোটের কারণে শাহিন শাহ আফ্রিদি ছিটকে যাওয়ায় বিগ ব্যাশ লিগে (বিবিএল) তার বদলি হিসেবে আরেক পাকিস্তানি পেসারকে দলে ভিড়িয়েছে ব্রিসবেন হিট। অবশিষ্ট ম্যাচগুলোর জন্য বদলি খেলোয়াড় হিসেবে স্কোয়াডে যুক্ত করা হয়েছে ২৪ বছর বয়সী ফাস্ট বোলার জামান খানকে।

বিগ ব্যাশের চলতি আসরের বাকি অংশে ব্রিসবেন হিটের হয়ে মাঠে নামার অনুমতি পেয়েছেন জামান। আগামী শনিবার গ্যাবায় সিডনি থান্ডারের বিপক্ষে ম্যাচেই তার অভিষেক হওয়ার সম্ভাবনা রয়েছে। মজার ব্যাপার হলো, এই সিডনি থান্ডারের হয়েই এর আগে বিগ ব্যাশ খেলেছেন জামান খান। টুর্নামেন্টের ১৩তম মৌসুমে থান্ডারের জার্সিতে চার ম্যাচে তিনি নিয়েছিলেন ৮ উইকেট, গড় ছিল ১৬.৩৮।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে পাকিস্তানের হয়ে এখন পর্যন্ত ১০টি টি-টোয়েন্টি ও একটি ওয়ানডে ম্যাচ খেলেছেন জামান। ফ্র্যাঞ্চাইজি ক্রিকেটেও তার অভিজ্ঞতা উল্লেখযোগ্য। পাকিস্তান সুপার লিগে তিনি লাহোর কালান্দার্সের নিয়মিত সদস্য, যেখানে তার অধিনায়কই শাহিন শাহ আফ্রিদি।

সম্প্রতি আবুধাবি টি-টেন লিগে নিজের প্রথম ম্যাচেই হ্যাটট্রিক করে আলোচনায় আসেন জামান। এ ছাড়া পাকিস্তান সুপার লিগ, বিগ ব্যাশ লিগ এবং ইংল্যান্ডের দ্য হান্ড্রেড টুর্নামেন্টে খেলার অভিজ্ঞতাও রয়েছে তার ঝুলিতে।

এদিকে আজ কফস হারবারে সিডনি সিক্সার্সের বিপক্ষে গুরুত্বপূর্ণ ম্যাচ খেলতে নামবে ব্রিসবেন হিট। শীর্ষ চারে জায়গা করে নেওয়ার লড়াইয়ে ম্যাচটিকে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে দলটি। ব্রিসবেন হিটের কোচ জোহান বোথা মনে করেন, জামান খানের অন্তর্ভুক্তি দলের বোলিং আক্রমণকে আরও শক্তিশালী করবে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR